গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সংশোধিত
তারিখ ১৬/০৯/২০১৪

জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (খসড়া), ২০১৪
National Informatics Policy (Draft), 2014

০১। প্রস্তাবনা (Preamble)

তথ্য প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বর্তমান বিশ্বে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসাবে পরিগণিত। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সংকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া আবশ্যক। এরই মধ্যে পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কার্য ক্রমকে গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক এবং তথ্য সংরক্ষণে সহায়তার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে পরিসংখ্যান লব্ধ উপাত্তকে তথ্যে পরিণত করে সম্প্রচারের কাজটি এখনও পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি। এছাড়াও সঠিক তথ্য সংরক্ষণ, জ্ঞান (Knowledge) ও প্রজ্ঞা (Wisdom) ব্যবহার বান্ধব সম্প্রচারে রূপান্তরের প্রয়োজনেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির রয়েছে ক্রমবর্ধ মান চাহিদা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্য ায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই বহুমাত্রিক ভূমিকায় কখনোই যেন কোন অন্তরায় সৃষ্টি না হয় এ জন্য চাই একটি কার্য কর তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কেবলমাত্র জাতীয় পর্য ায়েই সীমিত নেই আন্তর্জাতিক পর্য ায়েও তথ্য ব্যবস্থাপনাকে উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপকরণ(Tools) হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে সরকারি নীতি, পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান কার্য ক্রমের অবস্থান সুদৃঢ়করার এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে সরকার ২০০২ সালে বিলুপ্ত পরিসংখ্যান বিভাগকে পুনরায় ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি আলাদা বিভাগ হিসাবে সৃজন করেন। ২০১২ সালে মার্চ মাসে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত ও গণমুখী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্য াবলীর দায়িত্ব দিয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তৃত

পরিসরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ'। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিজস্ব জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশল পত্র **(National Strategy for the Development of Statistics -NSDS)** গত ২৮/১০/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। এই কৌশলপত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য-উপাত্ত যেন জনগণের নিকট উন্মুক্ত হয় এবং অতি সহজে তথ্য উপাত্ত পেতে পারে সে লক্ষ্য নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাবাস্তবায়নে তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৪ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০০০ সালে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিটে মিলেনিয়াম ডিক্লারেশনের আলোকে প্রণীত Millennium Development Goals (MDGs)-এর বিভিন্ন সূচক পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত করা হয়। পৃথিবীর সর্বত্রMDGs-এর অগ্রগতি যাচাইয়ের কার্যক্রমেপরিসংখ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা নির্ধারণের জন্যজাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির রিপোর্টে রসিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিসংখ্যানকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করা, পরিসংখ্যানগত উপাত্তের দ্বার আরও উন্মুক্ত করা এবং সার্বিক পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যসহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে তথ্য বিপ্লব (Data Revolution) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যাশা এই যে, প্রণীত তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ তথ্য বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৪ সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

০২। নীতিমালা প্রণয়নে গৃহীত পদক্ষেপ (Steps for Formulation of Policy)

(নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার কার্যক্রমের উপর এ প্যারাটিও পর্যায়ক্রমে পরিমার্জিত হবে)

জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভিশন ও মিশন বিবৃতি নির্ধারণকরা হয়। অতঃপর এরই আলোকে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য, মৌলিক কৌশলসমূহ, প্রত্যাশিত অর্জন ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর ব্যাপক ঘরোয়া আলোচনা ও পর্যালোচনা(in-house exercise)করে নীতিমালার একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত খসড়াটির উপর জনসাধারণের অবগতি ও তাদের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইটে প্রদান করা

হয়। অতঃপর এ বিষয়ে অংশিজন (Stakeholder) সভা, কর্মশালা (Workshop) ও সম্মিলিত আলোচনা (Group Discussion) ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে প্রণীত খসড়াটি একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে আরো যৌক্তিক পর্যায়ে আনা হয়। জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নকালে আইসিটি নীতিমালা ২০০৯, গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৩, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৩, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে তথ্য ব্যবস্থাপনার নীতি (norms) ও মূল্যবোধ (values) সমূহ পর্যালোচনা করা হয়।

০৩। তথ্য ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Informatics)

মেধা ও মননশীলতার ক্রমবিকাশে তথ্য ব্যবস্থাপনা (Informatics) অতি সাম্প্রতিক কালের ধারণা (concept) গুলোর মধ্যেও সাম্প্রতিক। এই ধারণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো উপাত্ত (Data)। আর উপাত্ত হলো তথ্যের মূল উপাদান। প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত অসংবদ্ধ তথ্যকে বলে উপাত্ত। বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নের সমন্বয়ে গঠিত হয় উপাত্ত। উপাত্ত নির্দিষ্টকোনো চলকের বা একসেট চলকের গুণগত এবং পরিমাণগত প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। বেশিরভাগ সময় কোন পরিমাপ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ এসব উপাত্ত সংগৃহীত হয়। উপাত্তকে কানেকটিভিটি গ্রাফ, লেখচিত্র বা চলকসমূহের মান তালিকারূপে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। উপাত্তকে অনেক সময় সবচেয়ে নিচের স্তরের বিমূর্ত ধারণা হিসেবে দেখা হয়, যেখান থেকে তথ্য বা জ্ঞান আহরণ করা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে তথ্য (Information) হলো সুবিন্যস্তভাবে সাজানো উপাত্তের একটি সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য রূপ। তথ্য মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটায়। সংগৃহীত উপাত্তের উপর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ, শ্রেণীকরণ, সাজানো, যুক্তিমূলক কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুশৃঙ্খল ফলাফলকে তথ্য বলা হয়। সাধারণভাবে তথ্য বলতে এমন কোনো ধারণাকে বোঝায় যা যোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ, সীমা, উপাত্ত, রূপ, নির্দেশনা মানসিক উদ্দীপনা, জ্ঞান, অর্থ, প্যাটার্ন, অনুধাবন ও প্রকাশ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। এ বিবেচনায় তথ্য ব্যবস্থাপনা বা Informatics এমন একটি কৌশল যেখানে ফলিত গণিত, পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার বিজ্ঞান ব্যবহার করে তথ্যকে যে কোন পরিধিতে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। সহজভাবে বলা যায়, Informatics is the science that concerned with gathering, manipulating, storing, retrieving and classifying of recorded information। এক কথায়, Informatics is the science of Information ।

০৪। পরিচালন নীতিমালা (Guiding Principles)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ অন্যান্য সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে যে তথ্য সৃজিত হবে তা যেন:

ক) সঠিক, সময়মত, নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুলভাবে প্রণীত হয়;

খ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিরাপদে ও গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষিত হয়;

গ) সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট পরিবেশন বান্ধব হয়;

ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েগ্রহণযোগ্য হয়;

ঙ) ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে;

চ) পর্যায়ক্রমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ(Knowledge based society) ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ গড়ে তোলে;

ছ) ভবিষ্যতে Big data initiative - এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে;

জ) জিও কোড প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটায়;

ঝ) জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশল পত্র (NSDS) - এর বাস্তবায়ন তরান্বিত করে;

ঞ) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ - এর বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়

ট) সরকারি/বেসরকারি তথ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে;

ঠ)নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়;

ড) বাংলা ভাষায় জনগণের নিকট প্রকাশ করা হয়।

০৫। নীতিমালার ভিশন (Vision)

তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়ন দ্বারা সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সঠিকভাবে সংগৃহিত তথ্যের ধারণ, বিতরণ, নিরাপত্তাসহ জনগণের কাছে তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

০৬। **মিশন (Mission)**

ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, ধারণ, বিতরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কাজসমূহ সম্পাদনে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন;

খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ করে জনগণের কাছে তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা;

গ. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ই-গভর্নেন্স(E-Governance), ই-অবকাঠামো (E-Infrastructure), ই-স্বাস্থ্য(E-Health),ই-বাণিজ্য (E-Commerce), ই-কৃষি (E-Agriculture) এবং মোবাইল এ্যাপস (Mobile Apps) ইত্যাদির মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রমের সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণএবং সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ;

ঘ. তথ্য ও প্রযুক্তিগত সেবাসমূহ জনগণের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ;

ঙ. সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং এর অধিনস্থ সংস্থাসমূহকে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা।

০৭। **উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)**

(ক) দেশিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশিজনদের (stakeholders) সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমেরসমন্বয় সাধন;

(খ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তার জন্য তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করা;

(গ) তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথেবাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি বিবেচনায় নিয়ে এর মর্যাদাসমুন্নত রাখা;

(ঘ) বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং নারীদেরকে অবাধে সঠিক তথ্য প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া;

(ঙ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও সম্মান সমুন্নত রেখে সকল তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা;

(চ) সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় তথ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ;

(ছ) ডাটা আর্কাইভ সুবিধাসহ ন্যাশনাল ডাটা রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরা।

০৮। মৌলিক কৌশলসমূহ (Fundamental Strategies)

(ক) তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সকল অংশিজনদের পরামর্শ গ্রহণ;

(খ) নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও প্রবিধি প্রণয়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন;

(গ) সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) তথ্য ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল ও কার্য কর করার জন্যদক্ষ মানবসম্পদ সৃজন এবং উন্নয়ন;

(চ) তথ্য ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠাসহ মাঠ পর্য ায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা ও অন্যান্য সরকারি নির্দে শনা প্রতিপালনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(জ) দেশের তথ্য সেবা প্রদানকারি সকল সংস্থার সাথে একটি common platform স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঝ) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য অংশিজনদের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারসহ নিউজ লেটার, ভিডিও, ব্রোসিউর, ক্লিপ ইত্যাদি প্রস্তুত এবং টক-শো আয়োজন করা।

০৯। প্রত্যাশিত মৌলিক অর্জনসমূহ (Expected outcome)

ক। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ - এর বাস্তবায়ন

পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কার্য ক্রম গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক এবং সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ ও সংশ্লিষ্ট বিধি/বিধান বাস্তবায়নে জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই নীতিমালা সরকারি পর্য ায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, নীতি নির্ধ ারক, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য

ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুসারে দ্রুততার সাথে নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণে সহায়তা করবে।

খ। তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়নে নতুন কৌশলপত্র প্রণয়ন

জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য NSDS - এর অনুরূপ জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Informatics-NSDI**)** প্রণয়ন করতে হবে।

গ। অধঃস্তন কার্যালয় প্রতিষ্ঠা

জাতীয় তথ্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারবান্ধব বিতরণ নিশ্চিতকরণ, বিশেষ করে National Population Register (NPR) সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও আগামী প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যের যোগান দেয়ার জন্য এখনই পর্যাপ্ত ও কর্মকরী ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এতদুদ্দেশ্যে উপজেলা পর্যন্ত অবকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্য নিয়েঅধঃস্তন কার্যালয় প্রতিষ্ঠাকরা আবশ্যক। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য ও পরিপূরক হিসেবে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানরূপে একটি অধিদপ্তর গড়ে তুলতে হবে।

ঘ। তথ্য অর্জন/সংগ্রহ (Accumulation)

i) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে ও পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এবং পরিসংখ্যান বিধিমালায় অনুসৃত পদ্ধতিতে অফিসিয়াল পরিসংখ্যান প্রসূত তথ্য সৃষ্টি ও সংগ্রহ করা;

ii) জনশুমারি, কৃষি শুমারি, মৎস ও প্রাণী সম্পদ শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারিসহ বিভিন্ন শুমারি ও জরিপের পরিসংখ্যান প্রসূত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করা;

ঙ। তথ্য সংরক্ষণ (Preservation)

তথ্য সংরক্ষণের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক সরকারি পরিসংখ্যান ও নাগরিক তথ্য উপাত্ত ন্যাশনাল ডাটা ওয়্যারহাউস (NDWS) স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিসংখ্যান প্রসূত সকল তথ্য ন্যাশনাল ডাটা ওয়্যারহাউসে সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়া সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুতকারী সকল সংস্থা তাদের তথ্য উপাত্ত বিনিময়ের জন্য ন্যাশনাল ডাটা

ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে একই প্ল্যাটফর্মে কাজ করবে। ফলে সরকারি তথ্য উপাত্তের চলাচল ও ব্যবহার সহজ হবে এবং সরকারি তথ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ন্যাশনাল ডাটা ওয়্যারহাউস প্রত্যাশী অন্যান্য সরকারি সংস্থাকে অনুরূপ কার্য ক্রম গ্রহণেinteroperability system সৃষ্টিতে সার্বি ক সহায়তা প্রদান করবে।

চ। তথ্য নিরাপত্তা (Security)

এই নীতিমালা তথ্যের মালিকানা সম্পর্কিত ও তথ্যের সংরক্ষণ সিস্টেমের নিরাপত্তার জন্য একটি ন্যাশনাল কম্পিউটারাইজড নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্দে শনা প্রদান করবে এই নির্দে শনার মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তাসহ তথ্যের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, সিস্টেমে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াকরণ এবং সকল সরকারি তথ্যের আন্তর্জাতিক মানসম্মত নিরাপত্তা বিষয়ক একটি সাধারণ গাইডলাইন প্রদান করবে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সকল বিভাগ/ সংস্থার জন্য জাতীয় পর্য য়ে একটি ইনফরমেশন সিকিউরিটি এজেন্সি স্থাপন করা আবশ্যক হবে এবং এর জন্য উপযুক্ত তহবিল বরাদ্দ রাখবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ তথ্য ব্যবহারকারীদের জন্য একটি ডাটা সুরক্ষা রেজিস্টারের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। এছাড়া বিশেষ ধরনের তথ্যের জন্য আরও সুনির্দি ষ্টবিধান অনুসরণ করে তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার্থে কোন সেবা বা তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা সংরক্ষণ করতে হবে। পেশাজীবী হ্যাকার ও সমাজ বিরোধীদের অপরাধ দমনের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

ছ। তথ্য গোপনীয়তা (Confidentiality)

যেকোন প্রকার তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

জ। তথ্য বিতরণ (Dissemination)

i) গ্রহণযোগ্যতা:

যে কোন সরকারি তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রদত্ত তথ্যের বিষয়ে ব্যক্তিগত কিংবা নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণপূর্ব ক তার যথার্থতা, স্বচ্ছতা, সহজতা, সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা এসব বিষয়ে নিয়মিত পর্য ালোচনা ব্যবহারযোগ্যতা যাচাই এবং প্রমাণপত্র সংরক্ষণ করে তথ্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ii) তথ্য বিতরণের ক্ষেত্র:

বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রে আইনের বিধি বিধান পরিপালন ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত বা নাগরিক গোপনীয় তথ্য/ উপাত্ত ব্যবহার বা বিতরণ করা যাবে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিকের সন্তোষজনক চাহিদার বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে হবে। বিশেষত: যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য বিতরণ করা প্রয়োজন হবে সে সকল ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পাদনের প্রয়োজনে শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত উপাত্ত হস্তান্তর করা কিংবা তা ব্যবহারের জন্য বিবেচনা করা যাবে।

iii) আইনের প্রতি আনুগত্য:

প্রতিটি ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রেখে তথ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত বিধি-বিধান অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং সংস্থার নিজস্ব প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ঝ। তথ্যের অভিন্ন মান (Standardization)

ভবিষ্যতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক পরিসরে দেশের মৌলিক তথ্য উপাত্তের মান উন্নয়নের জন্য সমন্বিত এবং মানসম্মত তথ্য/উপাত্তের প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে তথ্যের অভিন্ন মান উন্নয়ন প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে Very Large-Scale Integration (VLSI) এর মাধ্যমে বিশাল আকৃতির ডাটাবেইজ ও এপ্লিকেশন তৈরী হবে। তাই সরকারিভাবে মৌলিক তথ্য/ উপাত্তের অভিন্ন মান বজায় রাখা প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির কৌশলগত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে তথ্যের পূর্বাপর সূত্র আন্তঃসংযোগ ও আন্তঃক্রিয়াশীল থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বেশির ভাগ সময়ে এডহক পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে নাগরিকের নাম, লিঙ্গ, বয়স, ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ধরনের তথ্য সরকারি একাধিক সংস্থা ব্যবহার করে থাকে। তাই সকল পর্যায়ে তথ্যের অভিন্ন মান নিশ্চিত করতে হবে যাতে তথ্যের অবাধ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

ঞ। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন (Coordination)

বর্তমান বিশ্বের তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে মোবাইল কমিউনিকেশন এবং ইন্টারনেটভিত্তিক কমিউনিকেশন উল্লেখযোগ্য। এসব পদ্ধতি দ্বারা এম-সার্ভিস এবং ই-সার্ভিসের মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান ও তথ্যের সঞ্চালন হয়ে থাকে। এসব পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদান, তথ্যের নিরাপত্তা,

তথ্যের নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনপূর্ব কপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের অনুপযুক্ততা (Limitations)

নিম্নবর্ণি তক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে:

(ক) এই নীতিমালায় প্রণীত নীতিসমূহ অনুসরণে ব্যর্থ তা;

(খ) জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কোন প্রকার ব্যঙ্গা বা বিদ্রুপ বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অবমাননা বা ব্যঙ্গা কিংবা বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ অথবা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অখন্ডতা বা সংহতি ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন প্রবণতা;

(গ) বিচ্ছিন্নতা বা অসন্তোষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতি, শ্রেণী বা লিঙ্গ বিদ্বেষ অথবা কোন ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ, অবমাননা বা আক্রমণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ বা মতাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি;

(ঘ) কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বা মর্য াদা হানিকর তথ্যপ্রদান বা প্রচার;

(ঙ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের সামরিক বা সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস;

(চ) ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহ প্রদান করতে পারে বা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গে প্রলুব্ধ করে;

(ছ) সশস্ত্র বাহিনী অথবা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল অন্য কোন বাহিনীসহ সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্ম কর্তা/কর্ম চারীদেরপ্রতি কটাক্ষ, বিদ্রুপ বা অবমাননা, অপরাধ নিবারণ ও নির্ণ য়ে অথবা অপরাধীদের দণ্ডবিধানে নিয়োজিত সরকারি কর্ম কর্তাদের হাস্যাস্পদ করে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে;

(জ) কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে এমন ধরনের তথ্য যা বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে বিরোধের কোন বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে কিংবা একটি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন ধরণের প্রচারণা যার ফলে সেই রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হতে পারে;

১১। তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বাস্তবায়ন (Implementation)

(ক) তথ্য ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করার জন্য জাতীয় পর্য ায়ে একটি কমিটি থাকবে।

(খ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি হবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব, অংশিজন প্রতিনিধি, এনজিও এবং এ ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিয়ে কমিটি গঠিত হবে।

(ঘ) এ কমিটি তথ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণসহ পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর আলোকে প্রণীত বিধি-বিধান ও NSDS এ বর্ণি ত তথ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের বিষয়ে সমন্বয় সাধন করবে।

(ঙ) কমিটি সময় সময় বৈঠক করে নীতিমালা বাস্তবায়ন কার্য ক্রম মূল্যায়ন করবে এবং এর যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

(চ) নির্দি ষ্ট মেয়াদান্তে নীতিমালাটির প্রয়োজনীয় সংশোধন,সংযোজন এবং বিয়োজনের উদ্দেশ্যে পুনঃমূল্যায়ন করা যাবে।

উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে নিম্নরুপ কর্ম পরিকল্পনাগ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক্রমিক নং	উদ্দেশ্যসমূহ/ কৌশলসমূহ	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
০১	তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সকল অংশিজনদের পরামর্শ গ্রহণ;	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	নীতিমালার খসড়া অনুমোদন।	✓		
০২	নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন;	জাতীয় পর্য ায়ে নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি গঠন।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	সঠিক বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ।			✓
০৩	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সমাজের সর্ব ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;	প্রচারণার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	তথ্যের সরবরাহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।	✓	✓	✓
০৪	সরকারি বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ;	গণসচেতনতা সৃষ্টি।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।			✓
০৫	তথ্য ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;	তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	মাঠ পর্য ায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ়করণ ও কার্য করকরণ।		✓	✓
০৬	তথ্য ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল ও কার্য কর করার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন এবং উন্নয়ন;	মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রকল্প, কর্ম সূচি ইত্যাদি কার্য ক্রম পরিচালনা।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	তথ্য ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ অর্জন।		✓	✓

ক্রমিক নং	উদ্দেশ্যসমূহ/ কৌশলসমূহ	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
০৭	তথ্য ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠাসহ মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ;	তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	মাঠ পর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ়করণ ও কার্যকরকরণ।		✓	✓
০৮	তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা ও অন্যান্য সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের উদ্যোগ গ্রহণ;	নিয়মিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য কমিশন।	আইনের সফল প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি।		✓	✓
০৯	দেশের তথ্য সেবা প্রদানকারি সকল সংস্থার সাথে একটি common platform স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;	তথ্য সেবা প্রদান ও গ্রহণকারীদের মাঝে কার্যকর ফোরাম গঠন।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য কমিশন।	তথ্যের অভিন্ন মান উন্নয়ন।		✓	✓
১০	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য অংশিজনদের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;	ওয়ার্কসপ, সেমিনার, কর্মসূচি শিক্ষা সফর ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য কমিশন।	পরস্পর বিনিময়যোগ্য জ্ঞান উদ্ভাবনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি।		✓	✓
১১	তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারসহ নিউজ লেটার, ভিডিও, ব্রোসিউর, ক্লিপ ইত্যাদি প্রস্তুত এবং টক-শো আয়োজন করা।	পেশাদার প্রচার মাধ্যম নিয়োগসহ নিয়মিত প্রচারণা চালান।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	অধিক সংখ্যক জনগণ তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত হবে।		✓	✓